দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা চৌষট্টি

ভবিষ্যদ্বাণীর উন্মোচন: ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরকে মোহর করার সময়, শেষের বৃষ্টি এবং খ্রিস্টের চূড়ান্ত কাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন

Jeff Pippenger
2024-01-28

সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলোতে আমরা ‘ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা’ থেকে কয়েকটি অংশের উল্লেখ করে আসছি, যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে মাইকেল উঠে দাঁড়াবেন এবং মানবজাতির পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হবে—এ পর্যন্ত একটি সময়কাল চিহ্নিত করে। সেই সময়কালে, হাতেগোনা কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টান্ত আছে, যা পরমপবিত্র স্থানে খ্রিস্টের চূড়ান্ত কাজকে চিহ্নিত করে।

দানিয়েল গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে উলাই নদীর দর্শনে পবিত্রস্থানে খ্রিষ্টের কার্য উপস্থাপিত হয়েছে, এবং সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানিয়েছেন যে উলাই নদীর সেই দর্শন এখন পূরণ হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে সম্পাদিত চূড়ান্ত কাজটি, যা এখন পূরণ হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে, বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপস্থাপনার মধ্যে এটিকে মোহরকরণের সময়, শেষ বৃষ্টি, পরিত্রাণের সমাপনী কাজ এবং পবিত্রস্থানের পরিশুদ্ধকরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পরিভাষাগুলোকে একত্রে আনা এবং সেগুলোকে তাদের সঠিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ।

> "সে সময়, যখন উদ্ধারকার্য সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে, পৃথিবীতে বিপদ আসবে, এবং জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হবে, তবুও তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ ব্যাহত না হয়। সে সময় ‘শেষ বৃষ্টি’, অর্থাৎ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সতেজতা, আসবে—তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো কণ্ঠস্বরকে শক্তি দিতে, এবং সাধুগণকে প্রস্তুত করতে, যাতে তারা সেই সময়ে অটল থাকতে পারে যখন শেষ সাতটি মহামারি ঢেলে দেওয়া হবে।" Early Writings, 85.

"তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ"ও "পরিত্রাণের কাজ", যা "যখন শেষ সাতটি বালা ঢেলে দেওয়া হবে, সে সময়ে পবিত্রদের দাঁড়ানোর জন্য" প্রস্তুত করে।

> আর জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হয়েছিল, আর তোমার ক্রোধ এসে গেছে, আর মৃতদের বিচার করার সময় এসে গেছে—যাতে তারা বিচারপ্রাপ্ত হয়—এবং যাতে তুমি তোমার দাস নবীদের, পবিত্রদের, এবং যারা তোমার নামকে ভয় করে—ছোট-বড় সকলকে—পুরস্কার দাও; এবং যারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে তাদের তুমি ধ্বংস কর। প্রকাশিত বাক্য ১১:১৮।

পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হওয়ার আগে জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হয় (যে সময় ঈশ্বরের ক্রোধ ঢেলে দেওয়া হয়), তবুও যখন জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হয়, তখন তাদেরও "নিয়ন্ত্রণে রাখা" হয়। যে "সময়" জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হয়, তা পরিত্রাণের সমাপনী কাজের সূচনাকে নির্দেশ করে, এবং পরিত্রাণের সমাপনী কাজ হলো ঈশ্বরের লোকদের সিলমোহর করা।

> ঈশ্বরের সত্যিকারের লোকেরা, যাদের হৃদয়ে প্রভুর কাজের আত্মা এবং আত্মার পরিত্রাণের তাগিদ আছে, তারা পাপকে সর্বদা তার প্রকৃত, পাপী চরিত্রেই দেখবে। ঈশ্বরের লোকদের যেসব পাপ সহজেই পেঁচিয়ে ধরে, সেসব পাপের ব্যাপারে তারা সর্বদা

সত্যনিষ্ঠ ও অকপটভাবে মোকাবিলার পক্ষেই থাকবে। বিশেষত মণ্ডলীর সমাপনী কাজের সময়ে—যে সিলমোহর দেওয়ার সময়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনকে সিলমোহর করা হবে, যারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে নির্দোষভাবে দাঁড়াবে—তখন তারা যারা নিজেকে ঈশ্বরের লোক বলে দাবি করে তাদের অন্যায় সবচেয়ে গভীরভাবে অনুভব করবে। এটি ভবিষ্যদ্বক্তার সেই চিত্রণে জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে শেষ কাজকে এমন মানুষদের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, যাদের প্রত্যেকের হাতে বধের অস্ত্র আছে। তাদের মধ্যে একজন সূক্ষ্ম সন্ন বস্ত্র পরিহিত ছিল, তার পাশে লেখকের দোয়াত ছিল। 'আর প্রভু তাকে বললেন, শহরের মধ্য দিয়ে, যিরূশালেমের মধ্য দিয়ে যাও, এবং যারা তার মধ্যে সংঘটিত সকল জঘন্যতার জন্য হাহাকার করে ও ক্রন্দন করে, তাদের কপালে একটি চিহ্ন আঁকো।' টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৩, ২৬৬।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারজনকে সিলমোহর দেওয়া যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়, সে জন্য জাতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্যের সপ্তম অধ্যায়ে, নিয়ন্ত্রণে রাখা সেই ক্রুদ্ধ জাতিগুলোকে চারটি বাতাস হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যেগুলিকে সেই একই সময়কালে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে, এবং সেই সময়টিকে বিশেষভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সাতান এখন এই মোহরদানের সময়ে ঈশ্বরের লোকদের মনকে বর্তমান সত্য থেকে সরিয়ে দিতে এবং তাদেরকে দ্বিধাগ্রস্ত করতে সকল রকম কৌশল ব্যবহার করছে। আমি দেখলাম, বিপদের সময়ে তাদের রক্ষার জন্য ঈশ্বর তাঁর লোকদের উপর একটি আবরণ প্রসারিত করছেন; আর যে প্রত্যেক আত্মা সত্যের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও হৃদয়ে পবিত্র ছিল, তাকে সর্বশক্তিমানের সেই আবরণে আচ্ছাদিত করা হবে।

শয়তান এটা জানত, এবং সে যত বেশি সম্ভব মানুষের মনকে সত্যের বিষয়ে দোদুল্যমান ও অস্থির রাখতে প্রবল শক্তিতে কাজ করছিল। ...

আমি দেখলাম যে শয়তান এইসব উপায়ে কাজ করছে—ঈশ্বরের লোকদের মনোযোগ সরাতে, প্রতারিত করতে, এবং তাদের দূরে টেনে নিতে—ঠিক এখন, এই সিলমোহর দেওয়ার সময়ে। আমি দেখলাম, কেউ কেউ বর্তমান সত্যের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল না। তাদের হাঁটু কাঁপছিল, আর তাদের পা পিছলাচ্ছিল, কারণ তারা সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ছিল না, এবং তারা এভাবে কাঁপতে থাকায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আচ্ছাদন তাদের উপর টানা যেত না।

"শয়তান তাদের যেখানে ছিল সেখানেই ধরে রাখতে তার যাবতীয় কৌশল প্রয়োগ করছিল, যতক্ষণ না সীলমোহর দেওয়া শেষ হয়, যতক্ষণ না ঈশ্বরের লোকদের ওপর আবরণ টানা হয়, এবং শেষে সাতটি মহামারীতে ঈশ্বরের জ্বলন্ত ক্রোধ থেকে তারা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। ঈশ্বর তাঁর লোকদের ওপর এই আবরণ টানতে শুরু করেছেন, এবং শীঘ্রই এটি বধের দিনে যাদের আশ্রয় থাকবে তাদের সকলের ওপর টানা হবে। ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য শক্তিসহকারে কাজ করবেন; এবং শয়তানকেও কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে।" Early Writings, 43, 44.

সিস্টার হোয়াইট ১৮৫১ সালে এই কথাগুলো লিখেছিলেন—ঈশ্বরের লোকেরা লাওদিকেয়ার অবস্থায় প্রবেশ করার পাঁচ বছর আগে। তখন তারা "সেভেন টাইমস"-এর বৃদ্ধি পাওয়া আলো প্রত্যাখ্যান করে সিল করার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করেছিল। ঐ আলো বৃদ্ধি পেতে এবং সাতটি শেষ মহামারী আসার আগেই তাঁর লোকদের ঢেকে রাখার ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণ করত। কিন্তু তার বদলে, ঈশ্বরের লোকেরা বিদ্রোহ করল এবং লাওদিকেয়ার মরুভূমিতে ঘুরে

বেড়াতে দণ্ডিত হলো, যেমনটা প্রাচীন ইস্রায়েলের বিদ্রোহ ও মরুভূমিতে ঘোরাঘুরির দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে। প্রাচীন ইস্রায়েলের বিদ্রোহীদের মধ্যে কতজন প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করেছিল? বাইবেলে, বা স্পিরিট অফ প্রফেসিতে এমন কোন অংশ আছে কি যা জানায় যে কোনো লাওদিকেয়ান রক্ষা পাবে? উত্তর হলো, 'কেউ না!' কারণ একজন লাওদিকেয়ান ঠিক ততটাই হারিয়ে গেছে যতটা মরুভূমিতে মারা যাওয়া প্রাচীন ইস্রায়েলীয়রা।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণ একটি সময়পর্ব, এবং তা শুরু হয় যখন চারজন স্বর্গদূত চার বাতাসকে সংযত করেন; আর সেই সময়েই জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হয়, তবুও তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। সীলকরণের সময়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাতটি শেষ মহামারীর সময়ে অটলভাবে দাঁড়াতে প্রস্তুত করেন, এবং সেই প্রস্তুতিকে তাঁর লোকদের উপর একটি "আবরণ" টেনে দেওয়া হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে; এটিকে পরিত্রাণের কাজের সমাপ্তি এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজের সমাপ্তি হিসেবেও উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই সব চিত্রণের মাধ্যমে যে প্রস্তুতি বোঝানো হয়েছে, তা "বর্তমান সত্য" গ্রহণের উপর ভিত্তি করে।

যারা "বর্তমান সত্যের জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে না", তারা হলো সেইসব লোক, যারা "দোদুল্যমান" ছিল, কারণ তাদের মন "বর্তমান সত্য"-এর উপর কেন্দ্রীভূত ছিল না। তিনি লিখেছেন যে, তিনি "কিছু লোককে দেখেছেন যারা বর্তমান সত্যের জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়াচ্ছিল না। তাদের হাঁটু কাঁপছিল, এবং তাদের পা পিছলাচ্ছিল, কারণ তারা সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, এবং তারা এভাবে কাঁপতে থাকা অবস্থায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আচ্ছাদন তাদের উপর টানা যেতে পারছিল না।"

"বর্তমান সত্য"ই "আবরণ" প্রদান করে, এবং এই "আবরণ"কেই "ঈশ্বরের সীল" হিসেবেও বর্ণনা করা হয়। "ঈশ্বরের সীল"কে প্রতীকায়িত করেছিল হিব্রুদের দরজায় লেপন করা সেই রক্ত; ফলে ধ্বংসকারী স্বর্গদূত সেই সব ঘর এড়িয়ে গিয়েছিল, যেসব ঘরের দরজা রক্ত দিয়ে "আবৃত" ছিল। "আবরণ"ই হলো "সীলকরণ", আর "সীলকরণ" সম্পন্ন হয় "বর্তমান সত্য" দ্বারা।

> তোমার সত্যের দ্বারা তাদের পবিত্র করো; তোমার বাক্যই সত্য। যোহন ১৭:১৭।

প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের নিজস্ব নির্দিষ্ট একটি বিষয় ছিল, এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সংস্কারমূলক আন্দোলনের বিষয় হলো “তৃতীয় বিপদের ইসলাম”। অন্তিম দিনগুলোতে “বর্তমান সত্য” হলো তৃতীয় বিপদের ইসলাম।

> শাস্ত্র ঈশ্বরের লোকদের কাছে নিরন্তর উন্মোচিত হচ্ছে। প্রতিটি প্রজন্মের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য এমন একটি সত্য সব সময়ই ছিল এবং সব সময়ই থাকবে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২৯ জুন, ১৮৮৬।

এটি একটি বর্তমান সত্যের "বার্তা", যা শেষ কালে ঈশ্বরের লোকদের মোহরবদ্ধ করে; এবং মোহরবদ্ধকরণের সময়কে এমন সময় হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যখন চার বাতাসকে আটকে রাখা হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হয়েছিল, এবং তখনই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহর দেওয়া শুরু হয়, যখন "একটি বার্তা"— অর্থাৎ শেষ বৃষ্টি— উন্মোচিত হতে শুরু করল।

> যোহনের সামনে গির্জার অভিজ্ঞতার গভীর ও শিহরণ-জাগানো দৃশ্যাবলি উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের লোকদের অবস্থান, বিপদ, সংঘাত এবং চূড়ান্ত মুক্তি দেখেছিলেন। তিনি সেই অন্তিম বার্তাগুলি লিপিবদ্ধ করেন, যা পৃথিবীর ফসলকে পাকাতে

চলছে—যা হয় স্বর্গীয় গোলায় আঁটি হয়ে জমা হবে, নয়তো ধ্বংসের অগ্নির জন্য জ্বালানি হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ তাকে প্রকাশ করা হয়েছিল, বিশেষত শেষ-যুগের গির্জার জন্য, যাতে যারা ভ্রান্তি থেকে সত্যের দিকে ফিরবে তারা তাদের সম্মুখীন বিপদ ও সংঘাত সম্পর্কে শিক্ষিত হতে পারে। পৃথিবীর ওপর যা আসছে সে বিষয়ে কারও অন্ধকারে থাকার প্রয়োজন নেই। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৩৪১।

যখন জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হলো, তখন একই সঙ্গে তাদের সংযত করে রাখা হলো, এবং "শেষ বৃষ্টি" ঝরতে শুরু করল, আর এই শেষ বৃষ্টি হলো "বর্তমান সত্য"-এর সেই বার্তা যা ঈশ্বরের লোকদের সিলমোহর করে।

ব্যাটল ক্রিকের কাজও একই রীতিতে চলছে। স্যানিটেরিয়ামের নেতারা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মিশেছে এবং কম-বেশি তাদের নিজেদের পরিষদে স্থান দিয়েছে, কিন্তু এটা যেন চোখ বুজে কাজে নামার মতো। আমাদের ওপর যে কোনো সময় কী ভেঙে পড়তে পারে, তা দেখার মতো বিচক্ষণতা তাদের নেই। চরম নৈরাশ্য, যুদ্ধ ও রক্তপাতের এক আত্মা কাজ করছে, এবং এই আত্মা সময়ের একেবারে শেষ পর্যন্ত ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। যেইমাত্র ঈশ্বরের লোকেরা তাদের কপালে সীলপ্রাপ্ত হবে—এটি দৃশ্যমান কোনো সীল বা চিহ্ন নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকেই সত্যে এমনভাবে স্থিত হওয়া, যাতে তাদের নড়ানো না যায়—যেইমাত্র ঈশ্বরের লোকেরা সীলপ্রাপ্ত হয়ে সেই ঝাঁকুনির জন্য প্রস্তুত হবে, তা এসে পড়বে। আসলে, তা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ঈশ্বরের বিচার এখন দেশের ওপর নেমে এসেছে, আমাদের সতর্ক করার জন্য, যাতে আমরা জানতে পারি কী আসছে। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ১০, ২৫২.

“সীলকরণ” হলো “সত্যে স্থির হয়ে যাওয়া।” সীলকরণের সময়ের প্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেন, “হতাশা, যুদ্ধ ও রক্তপাতের একটি চেতনা বিদ্যমান, এবং সেই চেতনা সময়ের একেবারে অন্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।” জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হলে, তাদের সংযত রাখা হবে, কিন্তু “যুদ্ধ ও রক্তপাত”, যা “চার বায়ু” হিসেবে প্রতীকায়িত, “সময়ের একেবারে অন্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।” তৃতীয় ‘হায়’-এর ইসলাম তার যুদ্ধকে ধাপে ধাপে তীব্রতর করে চলে, সময়ের একেবারে অন্ত পর্যন্ত; এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সংস্কারে “বিষয়” হিসেবে ইসলামের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অনুধাবন একই সময়সীমায় একযোগে বৃদ্ধি পায়। ইসলামের মাধ্যমে সংঘটিত এই ধাপে ধাপে তীব্রতর হওয়া একই সময়ে “অন্তিম বৃষ্টি”র বর্ষণের সঙ্গে সমান্তরালে চলে, কারণ “অন্তিম বৃষ্টি” একটি “বার্তা”।

“সমগ্র পৃথিবীর প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা অভিষিক্তজনেরা, এক সময় আবরণকারী করূব হিসেবে শয়তানকে যে অবস্থান দেওয়া হয়েছিল, সেই অবস্থানই ধারণ করে। তাঁর সিংহাসনের চারদিকে পরিবেষ্টনকারী পবিত্র সত্তাগণের দ্বারা প্রভু পৃথিবীর অধিবাসীদের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রক্ষা করেন। সোনালী তেল সেই অনুগ্রহের প্রতীক, যার দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের প্রদীপসমূহে অবিরত জোগান দেন, যাতে সেগুলি টিমটিম না করে এবং নিভে না যায়। যদি ঈশ্বরের আত্মার বার্তাসমূহে স্বর্গ থেকে এই পবিত্র তেল ঢেলে দেওয়া না হতো, তবে অশুভ শক্তিসমূহ মানুষের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করত।”

“ঈশ্বর আমাদের কাছে যে বার্তাবলি প্রেরণ করেন, আমরা যখন সেগুলি গ্রহণ করি না, তখন তিনি অসম্মানিত হন। এইভাবে আমরা সেই সোনালি তেল প্রত্যাখ্যান করি, যা তিনি আমাদের আত্মার মধ্যে ঢেলে দিতে চান, যেন তা অন্ধকারে অবস্থানকারীদের নিকট পৌঁছে দেওয়া যায়। যখন এই আহ্বান আসবে, ‘দেখ, বর আসিতেছে; তাহার সাক্ষাতে বাহির

হও,' তখন যারা সেই পবিত্র তলে গ্রহণ করে নাই, যারা তাদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ লালন করে নাই, তারা মূর্খ কুমারীদের ন্যায় দেখতে পাবে যে তারা তাদের প্রভুর সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত নয়। সেই তলে লাভ করার ক্ষমতা তাদের নিজেদের মধ্যে নেই, এবং তাদের জীবন বিপির্যস্ত হয়। কিন্তু যদি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা প্রার্থনা করা হয়, যদি আমরা মূসার ন্যায় নিবেদন করি, 'আমাকে তোমার মহিমা দেখাও,' তবে ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হবে। সোনালি নলের মাধ্যমে সেই সোনালি তেল আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। 'পরাক্রম দ্বারা নয়, শক্তি দ্বারা নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা, বলে বাহিনীগণের সদাপ্রভু।' ধার্মিকতার সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি গ্রহণ করে, ঈশ্বরের সন্তানরা জগতে প্রদীপের ন্যায় জ্বলে।" Review and Herald, July 20, 1897.

শেষ বৃষ্টি প্রথমে "ছিটিয়ে" পড়তে শুরু করে এবং ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ বর্ষণে রূপ নেয়। শেষ বৃষ্টির এই "ছিটিয়ে পড়া"কে বৃষ্টির "পরিমিতি" হওয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, আর পূর্ণ বর্ষণ ঘটে যখন তা "অপরিমিতি"ভাবে ঢেলে দেওয়া হয়। সিস্টার হোয়াইট স্পষ্টভাবে এমন এক সময় নির্দেশ করেন যখন শেষ বৃষ্টি পড়ছে, এবং কেউ তা গ্রহণ করে, কেউ করে না। সেই সময় বৃষ্টিটি "পরিমিতি" থাকে, অথবা তা "ছিটিয়ে" পড়ছে।

কিছু মানুষ টের পাবে যে কিছু একটা ঘটছে, কিন্তু সেটা শুধু তাদের ভয় পাইয়ে দেবে।

গির্জাগুলিতে ঈশ্বরের শক্তির এক আশ্চর্য প্রকাশ ঘটবে, কিন্তু যারা প্রভুর সামনে নিজেদের নম্র করেনি এবং স্বীকারোক্তি ও অনুতাপের মাধ্যমে হৃদয়ের দরজা খোলেনি, তাদের উপর তা কোনো প্রভাব ফেলবে না। ঈশ্বরের মহিমায় যে শক্তি পৃথিবীকে আলোকিত করে তার সেই প্রকাশে, তারা সেখানে কেবল এমন কিছুই দেখবে যা তারা নিজেদের অন্ধত্বে বিপজ্জনক বলে মনে করবে—এমন কিছু যা তাদের ভয় জাগাবে—আর তারা সেটিকে প্রতিরোধ করার জন্য নিজেদের দৃঢ় করবে। কারণ প্রভু তাদের প্রত্যাশা ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ করেন না, তারা সেই কাজের বিরোধিতা করবে। "কেন," তারা বলে, "আমরা কেন ঈশ্বরের আত্মাকে চিনব না, যখন আমরা এত বছর ধরে এই কাজে আছি?" কারণ তারা ঈশ্বরের বার্তাগুলির সতর্কবাণী ও অনুনয়ের জবাব দেয়নি; বরং অবিরত বলছে, "আমি ধনী, সম্পদে সমৃদ্ধ; আমার কোনো কিছুর অভাব নেই।" Maranatha, 219

অনেকেই বহুলাংশে প্রারম্ভিক বৃষ্টি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঈশ্বর তাদের জন্য যে সব আশীর্বাদ এভাবে প্রস্তুত করেছেন, তার সবটির সুফল তারা পায়নি। তারা আশা করে যে এই অভাব শেষের বৃষ্টি দ্বারা পূরণ হবে। যখন অনুগ্রহের সর্বাধিক প্রাচুর্য প্রদান করা হবে, তখন তা গ্রহণ করতে তারা তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করতে চায়। তারা ভয়ানক ভুল করছে। মানব হৃদয়ে তাঁর আলো ও জ্ঞান দানের মাধ্যমে ঈশ্বর যে কাজ শুরু করেছেন, তা অবিরত অগ্রসর হতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে হবে। আত্মার অধিবাসের জন্য হৃদয়কে প্রত্যেক অপবিত্রতা থেকে খালি করে পরিশুদ্ধ করতে হবে। পাপ স্বীকার ও ত্যাগের মাধ্যমে, অন্তরিক প্রার্থনা ও নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার দ্বারা, প্রথম যুগের শিষ্যরা পেন্টেকেস্টের দিনে পবিত্র আত্মার বর্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। একই কাজ, তবে আরও বৃহত্তর মাত্রায়, এখন করতে হবে। তখন মানুষের করণীয় ছিল কেবল আশীর্বাদ প্রার্থনা করা, এবং প্রভু যেন তার বিষয়ে কাজটি পরিপূর্ণ করেন সেই অপেক্ষায় থাকা। ঈশ্বরই কাজটি শুরু করেছেন, এবং তিনিই তাঁর কাজ সমাপ্ত করবেন, যিশু খ্রিস্টে মানুষকে পরিপূর্ণ করে তুলবেন। কিন্তু প্রারম্ভিক বৃষ্টিতে প্রতীকায়িত অনুগ্রহ অবহেলিত হওয়া চলবে না। কেবল যারা তাদের প্রাপ্ত আলোর অনুযায়ী জীবনযাপন করছে তারাই বৃহত্তর আলো পাবে। যদি আমরা সক্রিয় খ্রিস্টীয় গুণাবলির বাস্তবায়নে প্রতিদিন অগ্রসর না হই, তবে শেষের বৃষ্টিতে

> পবিত্র আত্মার প্রকাশ আমরা চিনতে পারব না। এটি আমাদের চারপাশের মানুষের হৃদয়ে নেমে আসতে পারে, কিন্তু আমরা তা না চিনব, না গ্রহণ করব। Testimonies to Ministers, 506, 507.

উক্ত অংশে তিনি উল্লেখ করেন যে এমন এক সময় আছে যখন “করুণার সমৃদ্ধতম প্রাচুর্য দান করা হবে,” এবং এভাবে তিনি এমন এক সময়ও চিহ্নিত করেন যখন শেষ বৃষ্টি পরিমাপহীনভাবে বর্ষিত হয়। সেই সত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি উল্লেখ করেন যে কেবল তারাই অধিক আলো পাবে যারা তাদের প্রাপ্ত আলো অনুযায়ী জীবনযাপন করছে। ঐ নীতিতে স্পষ্ট যে আলো (যা বর্তমান সত্য) ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। শেষ বাক্যে তিনি এমন এক সময় চিহ্নিত করেন যখন শেষ বৃষ্টি পড়ছে, এবং কেউ কেউ তা চিনে গ্রহণ করছে, আর অন্যরা করছে না। আপনি যদি সেই বার্তাকে—যা শেষ বৃষ্টি—চিনতে না পারেন, তবে আপনি তা গ্রহণ করতে পারবেন না।

> আমাদের শেষ বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। যারা আমাদের উপর পতিত কৃপার শিশির ও বৃষ্টিধারাকে স্বীকার করে এবং আত্মস্থ করে, তাদের সবার ওপরই এটি আসছে। যখন আমরা আলোর খণ্ডাংশগুলো সংগ্রহ করি, যখন আমরা ঈশ্বরের নিশ্চিত দয়ার মূল্য দিই—যিনি ভালোবাসেন যে আমরা তাঁর উপর ভরসা রাখি—তখন প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে। [যিশাইয় ৬১:১১ উদ্ধৃত।] সমগ্র পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায় পরিপূর্ণ হবে। দ্য সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৮৪।

যে সময়ে ক্রুদ্ধ জাতিসমূহ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়, সে সময় থেকেই শেষ বৃষ্টি ‘পরিমিতিভাবে’ বর্ষিত হতে শুরু করে। যখন ‘অনুগ্রহের সর্বাধিক প্রাচুর্য দান করা হবে’, তা চিহ্নিত করে কখন শেষ বৃষ্টি অপরিমিতিভাবে ঢেলে দেওয়া হবে।

যখন জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ, কিন্তু তবুও সংযত রাখা হয়, সেই সময়ে শেষ বৃষ্টি পড়তে শুরু করে; তবে তা "পরিমিতি", কারণ তখন গির্জা গম ও আগাছার মিশ্রণে পরিণত। এটাই সেই বৃষ্টি যা গম ও আগাছা উভয়কেই পরিপক্ব করে তোলে, এবং শেষ বৃষ্টি হলো বর্তমান সত্যের বার্তা, যা হয় স্বীকৃত ও গৃহীত হয়, না-হয় হয় না। এই সব ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারণা শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শেষ বৃষ্টি "ছিটিয়ে" পড়তে শুরু করে, এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, যতক্ষণ না "মধ্যরাত্রির হাঁক" বার্তা এসে পৌঁছায় এবং জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীরা চিরতরে পৃথক হয়ে যায়।

তখন জ্ঞানীদের পতাকার মতো তুলে ধরা হয়, বাবিলন থেকে ঈশ্বরের অন্য পালকে ডাকার জন্য, এবং তখন শেষ বৃষ্টি অপরিমিতিভাবে ঢেলে দেওয়া হয়, এবং তা বর্ষিত হতে থাকে যতক্ষণ না মিখায়েল উঠে দাঁড়ান এবং মানবের পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হয়।

> আমি দেখলাম যে চারজন স্বর্গদূত যীশুর পবিত্রস্থানে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চার দিকের বাতাস ধরে রাখবে, এবং তারপর আসবে শেষ সাতটি মহামারী। আর্লি রাইটিংস, ৩৬।

চার বাতাসকে ধরে রাখা, শেষ দিনসমূহে ঘটতে তিনি যে ক্রমবর্ধমান বিচারসমূহকে অনুমতি দেন, সেগুলোর ওপর ঈশ্বরের দৈবে বিধানের নিয়ন্ত্রণকে নির্দেশ করে। চারজন স্বর্গদূত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরকরণের সময় চার বাতাস ধরে রাখেন, কিন্তু সেই সময়ে "হতাশার আত্মা, যুদ্ধ ও রক্তপাতের আত্মা, এবং সেই আত্মা আরও বৃদ্ধি পাবে"। যখন ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে শেষ জন পর্যন্ত সিলমোহর দেওয়া হবে, তখন মিখায়েল উঠে দাঁড়াবেন এবং চার বাতাস সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা হবে, এবং সাতটি শেষ মহামারী আসবে।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের “মহা ভূমিকম্পের সময়” এবং দানিয়েলের পুস্তকের নবম অধ্যায়ের “বিপদসংকুল সময়”—যখন রাস্তা ও প্রাচীরের নির্মাণ সমাপ্ত হয়—সেটাই সেই সময় যখন “জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হবে।” সেই সময়ে শেষ বৃষ্টি “পরিমাপে” বর্ষিত হবে। ইসায়া সেই সময়টিকে শনাক্ত করেন যখন শেষ বৃষ্টি পরিমাপ করা হয়, এবং তিনি সেই সময়কে “পূর্ব বায়ুর দিন” হিসেবে চিহ্নিত করেন। “পূর্ব বায়ুর দিন” ছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে শেষ বৃষ্টির 'পরিমাপ' নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব, তবে এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে মিলারের স্বপ্নের সেই রত্ন, যা হাবাক্কূকের পবিত্র ফলকসমূহে ইসলামের তিনটি 'হায়' হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা শেষ দিনগুলোতে মিলার যখন প্রথম তা একত্রিত করেছিলেন তার তুলনায় দশ গুণ বেশি উজ্জ্বলভাবে দীপ্ত হবে।

> একবার নিউ ইয়র্ক শহরে থাকাকালে, রাত্রিকালে আমাকে আকাশের দিকে তলা ওপর তলা উঠে চলা ভবনগুলো দেখতে ডাকা হয়েছিল। এই ভবনগুলোকে অগ্নিনিরোধক বলে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল, এবং সেগুলো নির্মিত হয়েছিল তাদের মালিক ও নির্মাতাদের গৌরবান্বিত করার জন্য। আরও উঁচু, আরও উঁচু হয়ে এসব ভবন উঠতে লাগল, এবং তাতে ব্যবহৃত হচ্ছিল সর্বাধিক ব্যয়বহুল উপকরণ। যাদের এই ভবনগুলো ছিল, তারা নিজেদেরকে প্রশ্ন করছিলেন না: 'আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে সবচেয়ে ভালোভাবে গৌরবান্বিত করতে পারি?' প্রভু তাদের চিন্তায় ছিলেন না।
>
> আমি ভাবলাম: 'আহা, যারা এভাবে তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করছে, তারা যদি তাদের কার্যধারাকে ঈশ্বর যেমন দেখেন তেমনি দেখতে পারত! তারা একের পর এক দৃষ্টিনন্দন ভবন গড়ে তুলছে, কিন্তু মহাবিশ্বের অধিপতির দৃষ্টিতে তাদের পরিকল্পনা ও কৌশল কতটাই না মূর্খতা। কীভাবে তারা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে পারে—এ বিষয়ে তারা হৃদয় ও মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিন্তা করছে না। এটি—মানুষের প্রথম কর্তব্য—তাদের দৃষ্টি থেকে সরে গেছে।'
>
> যখন এই সুউচ্চ ভবনগুলো নির্মিত হচ্ছিল, মালিকেরা উচ্চাভিলাষী গর্বে উল্লসিত ছিল যে নিজেদের ভোগ-বিলাসে এবং প্রতিবেশীদের ঈর্ষা উদ্রেক করতে তারা অর্থ ব্যয় করতে পারে। এভাবে তারা যে অর্থ বিনিয়োগ করত তার বড় অংশই জুলুম করে আদায়, দরিদ্রদের শোষণ করে অর্জিত ছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল যে স্বর্গে প্রতিটি ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব রাখা হয়; প্রতিটি অন্যায় চুক্তি, প্রতিটি প্রতারণামূলক কাজ সেখানে লিপিবদ্ধ থাকে। সময় আসছে যখন প্রতারণা ও উদ্ধততায় মানুষ এমন এক সীমায় পৌঁছবে, যা প্রভু তাদের অতিক্রম করতে দেবেন না, এবং তারা শিখবে যে যিহোবার সহনশীলতারও একটি সীমা আছে।
>
> পরের যে দৃশ্যটি আমার সামনে এল, তা ছিল আগুন লাগার সংকেত। লোকেরা উঁচু এবং কথিতভাবে অগ্নিরোধক ভবনগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল: 'এগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ।' কিন্তু এই ভবনগুলো এমনভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, যেন সেগুলো পিচ দিয়ে তৈরি। দমকলের গাড়িগুলো ধ্বংস ঠেকাতে কিছুই করতে পারল না। দমকলকর্মীরা যন্ত্রগুলো চালাতে পারল না।
>
> "আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রভুর সময় এলে, যদি অহংকারী, উচ্চাভিলাষী মানুষের হৃদয়ে কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে মানুষ বুঝবে যে যে হাত রক্ষা করতে শক্তিশালী ছিল, সেই হাতই ধ্বংস করতেও শক্তিশালী হবে। কোনো পার্থিব শক্তিই ঈশ্বরের হাত রোধ করতে পারে না। তাঁর বিধানকে উপেক্ষা করা এবং স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য

মানুষরে উপর শাস্তি পাঠাতে ঈশ্বররে নর্িধারতি সময় এলে, ধ্বংস থকেে ভবনগুলোকে রক্ষা করবে—এমন কোনো উপাদান তাদরে নর্িমাণে ব্যবহার করা যায় না।"
Testimonies, খণ্ড ৯, ১২, ১৩.